প্রথম আলো

তারিখ .... 12 APR 2012
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৭

বিজ্ঞানে মেয়েদের অংশগ্রহণ কম, সাফল্য কিছুটা বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম। কিন্তু সাফল্যের বেলায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে সামান্য এগিয়ে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার গত তিন বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

গত বছর (২০১১) সারা দেশে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ ছিল বিজ্ঞানের। ছাত্রদের বেলায় এ হার ২৭ শতাংশ। এই ছাত্রীদের পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

খুব অল্প হলেও ছাত্রীদের এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা এর আগের দুই বছরেও দেখা গেছে। ২০১০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছাত্রদের ২৭ শতাংশ ছিল বিজ্ঞান বিভাগের। মোট ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ছিল ১৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ। ওই বছর বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রীদের পাসের হার ছিল ৮৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ছিল ৮৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

২০০৯ সালে সারা দেশে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এক লাখ ৮২ হাজার ৭৪৪ জন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ছাত্র এক লাখ ১২ হাজার ৮৩২ জন, ছাত্রী ৬৯ হাজার ৯১২ জন। ওই বছর বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রীদের পাসের হার ছিল ৮৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ। আর ছাত্রদের পাসের হার ছিল ৮৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

বিজ্ঞান শিক্ষায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোর বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সুলতানা শফি *প্রথম আলোকে* বলেন, বিজ্ঞানের ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ কম হওয়ার পেছনে তাদের গণিতভীতি একটা বড় কারণ। তা ছাড়া দক্ষ শিক্ষক, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা না থাকাও একটা কারণ। তিনি ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করতে আলাদাভাবে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন।

বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থী কমার কারণ অনুসন্ধানে গত বছরের নভেম্বরে ১১টি জেলা-উপজেলার ২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে তথ্য নেওয়া হয়।

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার আজাদ শালবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রীর অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অভিভাবকদের একটা অংশ মনে করেন, মেয়েরা কোনো রকমভাবে পাস করলেই হলো। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকেরা মেয়েদের বেশি সময় বাড়ির বাইরে রাখতে চান না। গ্রামে বিজ্ঞান বিভাগে পড়লে প্রাইভেট পড়ার জন্য স্কুল সময়ের বাইরেও শিক্ষকদের বাড়িতে বা শিক্ষপ্রতিষ্ঠানে যেতে হয়। 'এসব কারণে অভিভাবকদের একটা অংশ মেয়ে সন্তানদের বিজ্ঞানে পড়াতে আগ্রহী হন না।

২০১১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১২ জন ছাত্র ও আটজন ছাত্রী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে ছয়জন ছাত্র ও তিনজন ছাত্রী পাস করে।

নীলফামারীর সাতজান উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর মানবিক বিভাগের ছাত্রী লিখি আক্তার বলে, 'বিজ্ঞান খুব কঠিন মনে হয়। তা ছাড়া বিজ্ঞানে পড়তে হলে বই-পুস্তকসহ অনেক কিছু কিনতে হয়, প্রাইভেটও পড়তে হয়, তাই মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছি।'

প্রধান শিক্ষক আফিজুল ইসলাম বলেন, ২০১১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বিদ্যালয়টি থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ১০ জন ও মানবিক বিভাগে ২৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে সবাই এবং মানবিক বিভাগে ১৭ জন পাস করেছে।

টেকনাফ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী সাদিকা খানম বলে, তার ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞানে পড়ার। কিন্তু মা-বাবার ইচ্ছায় তাকে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হতে হয়েছে। ২০১১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মোট ২১ জন পরীক্ষা দেয়। ১৪ জন ছেলে পরীক্ষা দেয়, পাস করে ১০ জন। সাতজন মেয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে পাঁচজন। পাসের হার দুই ক্ষেত্রেই সমান, ৭১ দশমিক ৪২ শতাংশ।

নোয়াখালী জেলার হাতিয়ার জোড়খালী উচ্চবিদ্যালয়ে গত বছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সাতজন ছাত্র ও পাঁচজন ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দেয়। এদের মধ্যে ১১ জন পাস করে। এক ছাত্রী ফেল করেছে।

বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক শামছুল হক বলেন, অনেকে বিজ্ঞান কঠিন মনে করে, বিজ্ঞান পড়তে খরচ বেশি, নিয়মিত ক্লাস করতে হয়, যাতায়াতের সমস্যা এবং উচ্চশিক্ষা সীমিত হওয়ায় মেয়েরা বিজ্ঞান বিভাগে কম ভর্তি হচ্ছে।

■ গত বছর (২০১১) সারা দেশে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ ছিল বিজ্ঞানের। ছাত্রদের বেলায় এ হার ২৭ শতাংশ। এই ছাত্রীদের পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

■ ২০১০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছাত্রদের ২৭ শতাংশ ছিল বিজ্ঞান বিভাগের। মোট ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ছিল ১৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ। ওই বছর বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রীদের পাসের হার ছিল ৮৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ছিল ৮৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ